যুগান্তর

তারিখ 3. MAR. 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

টাঙ্গাইলে শিক্ষার নামে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার

রেফাজুর রহমান, *টাঙ্গাইল থেকে*

সরকারি নিয়মনীতির কোন রকম তোয়াক্কা না করে টাঙ্গাইলে কোচিং সেন্টার গড়ে তুলে শিক্ষাবাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রভাবশালী মহল। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কলেজে ভর্তি এবং ভালো ফলাফলের ব্যাপারে শতভাগ সাফল্যের নিশ্চয়তা প্রদানসহ নানা ধরনের আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ প্রচার-প্রচারণার মধ্য দিয়ে জেলায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। এসব কোচিং সেন্টারের মালিকরা একশ্রেণীর স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন চাকরি দিয়ে ইচ্ছেমতো তাদের ব্যবসা দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। কোচিং সেন্টারগুলোর জন্য কোচিং ফি আদায় প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে কোন নীতিমালা না থাকায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামাফিক বিভিন্ন হারে বেতন এবং আয়কর ভ্যাটসহ নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি না থাকায় এসব কোচিং সেন্টারের মালিকরা যে পরিমাণ আয় করছেন সে তুলনায় সরকারকে আয়কর প্রদান করছে না। সচেতন মহলের ধারণা সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অনেক কোচিং সেন্টারের মালিকরা আজ কোটিপতি বনে গেছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জেলায় বিভিন্ন নামে ৮০টির অধিক কোচিং সেন্টার রয়েছে। এসব কোচিং সেন্টার বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। সরকারি কোন নীতিমালা না থাকায় এসব কোচিং সেন্টারের একেক মালিক ভিন্ন ভিন্ন হারে ফি আদায় করছে যা বিধিবহির্ভূত ও মধ্যবিত্ত মানুষের খরচ চালানো অসাধ্য হয়ে পড়েছে। কোচিং সেন্টারগুলোতে সরকারি-বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খণ্ডকালীন চাকরি করছে। এতে সরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম সফল হতে পারছে না। সরকারের দি নন-গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স টার্মস এন্ড কন্ডিশন্স অব সার্ভিস রেগুলেশন্স, ১৮৭৯-এর রেগুলেশন-৯ অনুসারে কোন পূর্ণকালীন শিক্ষক স্কুল-কলেজের স্বাভাবিক কাজের বাইরে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার ব্যক্তিগত টিউশনি বা অন্য কোন নিয়োগ লাভ বা অন্য কোথাও ভাতাসহ নিজেকে পাঠদানে নিয়োজিত করতে পারবেন না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নত শিক্ষার মান এবং সবার জন্য সমান শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারিভাবে শিক্ষকদের প্রতি এমন নির্দেশনা থাকলেও কোচিং সেন্টারের মালিকরা আকর্ষণীয় অফার দিয়ে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন চাকরি দিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো পরিচালনা করছে।